এলজিইডি নিউজলেটার

এলজিইডির ত্রৈমাসিক প্রকাশনা / সংখ্যা ১৫৮ / জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ / রেজি নং-২৪-৮৭

রাজধানীর ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়, পৃঃ ২
- ঝিনাইদহ পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবন, পৃঃ ৩
- ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় আধুনিক পিটিআই ভবন নির্মাণ, পৃঃ ৩
- এলজিসিআরআরপি-এর আওতায় মাগুরা পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, পৃঃ ৩
- সিটিসিআরপির এডিবি মিশন সম্পন্ন, পৃঃ ৪
- পটিয়া পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মাণাধীন আবাসিক ভবন পরিদর্শন, পৃঃ ৪
- সিআরডিপি-২ এর আওতায় আড়াইহাজারে নির্মিত হচ্ছে ইউনিব্লক সড়ক পৃঃ ৫
- খুলনার পাইকগাছার কডুলিয়া নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতু বদলে দেবে মানুষের জীবনযাত্রার মান, পৃঃ ৬
- যশোর সদর উপজেলার শেখহাটি-তারাগঞ্জ বাজার সড়ক প্রশস্তকরণ ও মেরামতঃ উন্নত যোগাযোগে জনমনে স্বস্তি, পৃঃ ৬
- খাল পুনর্খননঃ এলাকায় জনজীবনের মান উন্নয়ন দৃশ্যমান, পৃঃ ৭
- পুকুর খাল উন্নয়নে সুফল পাচ্ছেন, পৃঃ ৮

প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শিশুরা মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ পাবে

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা

ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্পের আওতায় ৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। ২৮ জুলাই ২০২৫ মোহাম্মদপুরের তাজমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন এ প্রকল্পের নির্মাণকারী সংস্থা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক ডাঃ বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার বলেন, আজকে সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছে বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। শিশু শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে লেখাপড়া করে ভালো ফলাফল অর্জন করবে এই প্রত্যাশা করি। দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণের ফলে পড়ালেখার সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে শিশুরা মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ পাবে। সমাজ উন্নত হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা বলেন, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। শিশুরা ভালো বাংলা, ইংরেজি ও গণিত শিখবে। আমরা আবারও প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা চালু করেছি। তিনি আরো বলেন, এলজিইডি অনেক ভালো কাজ করেছে। সুন্দর ভবন নির্মাণ করেছে। অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান বলেন, প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে যা যা করা দরকার সরকার তাই করবে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ডিসেম্বরের মধ্যে সাড়ে পনেরো হাজার সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

এরপর পৃষ্ঠা-০৫

সম্পাদকীয়

অর্থবছর ২০২৪-২০২৫
এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অর্জন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে বড়ধরনের সাফল্য দেখিয়েছে। এ সময়ে ভৌত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শতকরা ৯৪.৭৯ ভাগ এবং আর্থিক অগ্রগতি শতকরা ৯০.৮১ ভাগ। উল্লেখ্য, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপি বাস্তবায়নে জাতীয় অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ৬৭.৮৫ ভাগ।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এলজিইডির অনুকূলে মোট এডিপি বরাদ্দ ছিল ১৯,৯৪১.৮৩ কোটি টাকা, যার মধ্যে এলজিইডি ১৮,১০৮.৮৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে সক্ষম হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে জিওবি বরাদ্দ ছিল শতকরা ৭২.৯১ ভাগ এবং প্রকল্প সহায়তা শতকরা ২৭.০৯ ভাগ।

পল্লি ও নগর অবকাঠামো উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় মোট ১২৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এ বরাদ্দ দেওয়া হয়, যার মধ্যে স্থানীয় সরকার ও পল্লি উন্নয়ন সেক্টরের আওতায় ৯০টি, গৃহায়ণ ও কমিউনিটি সুবিধাবলি সম্পর্কিত ৩২টি, কৃষি সেক্টরে ৪টি এবং পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ সেক্টরে ১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির এ অর্জনের পেছনে কাজ করেছে মূলত সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা, নিয়মিত পরিবীক্ষণ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ। সূচনালগ্ন থেকে এলজিইডি দক্ষ, নিষ্ঠাবান এবং প্রতিশ্রুতিশীল জনবলের মাধ্যমে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। এলজিইডির প্রকল্প মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন (পিএমএন্ডই) ইউনিট নিয়মিত প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করে। এ ইউনিটের আওতায় রয়েছে ২০টি পরিদর্শক দল। তিন সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শক দল নিয়মিত নির্ধারিত এলাকার কাজগুলো পরিদর্শন করে। পিএমএন্ডই ইউনিটে দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হয়।

এলজিইডির পেশাগত সক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বেশকিছু মন্ত্রণালয় ও বিভাগ অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব এলজিইডির ওপর ন্যস্ত করেছে। একই সঙ্গে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে এলজিইডি কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। আর্থসামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে এলজিইডির কার্যক্রম জাতীয় অগ্রগতি অর্জনে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এলজিইডি জেন্ডার সমতা, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালা অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কাজের গুণগতমান বজায় রেখে স্কিমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে। এলজিইডি জলবায়ু সহনশীল টেকসই অবকাঠামো নির্মাণের বিষয়কে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

সময়ের পরিক্রমায় এলজিইডির কর্মপরিধি বিস্তৃত হয়েছে এবং বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবছর বাড়ছে এডিপি বরাদ্দ। স্থানীয় সরকার বিভাগের এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দের একটি বড় অংশ থাকে এলজিইডির অনুকূলে। এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা এডিপি বাস্তবায়নে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

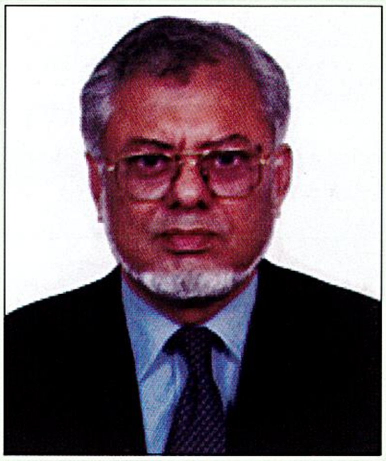

প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

এলজিইডিতে গত ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের ১৭ তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। তিনি ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সিতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বাংলাদেশের পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নের অন্যতম রূপকার।

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা রাখেন এবং এলজিইবির প্রধান নির্বাহী হিসেবে প্রকৌশল উপদেষ্টা পদে দায়িত্ব পালন করেন।

পরবর্তীতে তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সালে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে এলজিইডির আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এলজিইডির প্রথম প্রধান প্রকৌশলী। তাঁর নেতৃত্বে আগারগাঁওয়ে এলজিইডি সদর দপ্তর ভবন এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার (আরডিইসি) নির্মিত হয়।

এরপর পৃষ্ঠা-০৩

ঝিনাইদহ পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মিত হচ্ছে আবাসিক ভবন

ঝিনাইদহ পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য ৭তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবনের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে। ভবনে ৪৮টি ফ্ল্যাট, দুটি লিফট, দুটি সিঁড়ি এবং কমিউনিটি সেন্টার ও ওপেন স্পেসের ব্যবস্থা রয়েছে। ভবন নির্মাণ শেষে তা পরিচ্ছন্নকর্মীদের মধ্যে হস্তান্তর করা হলে তাদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যার সমাধান হবে। সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি শতকরা ৭৩ ভাগ।

নির্মাণাধীন পৌরসভা পরিচ্ছন্নকর্মীদের আবাসিক ভবন, ঝিনাইদহ সদর উপজেলা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নতুন পিটিআই ভবন নির্মাণ

চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪)-এর আওতায় ঝিনাইদহ পিটিআই-এর নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে। দৃষ্টিনন্দন এ পিটিআই ভবনটি প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। পিটিআই ভবনটিতে রয়েছে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত অডিটোরিয়াম, কনফারেন্স রুম, লাউঞ্জ এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম; পিটিআই সুপার ও সহকারী সুপারদের জন্য অফিস কক্ষ। ভবনটির ভৌত কাজের অগ্রগতি সাধিত হয়েছে শতকরা ৮০ ভাগ।

নির্মাণাধীন পিটিআই ভবন, ঝিনাইদহ

এলজিসিআরআরপি-এর আওতায় মাগুরা পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট নির্মাণ

এলজিইডির লোকাল গভর্নমেন্ট কোভিড-১৯ রেসপন্স এন্ড রিকভারি (এলজিসিআরআরপি) প্রকল্পের আওতায় মাগুরা পৌর এলাকায় অবস্থিত মাগুরা কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। টয়লেটে নারী ও পুরুষদের জন্য রয়েছে আলাদা সুবিধা। এ টয়লেট নির্মাণের ফলে টার্মিনাল এলাকায় যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের প্রবণতা কমে এসেছে। পরিবেশের ওপর পড়েছে ইতিবাচক প্রভাব। পরিবহন শ্রমিক, চালক, টিকিট কাউন্টারের মানুষজন, যাত্রী এবং জনসাধারণ টয়লেটটি ব্যবহার করছেন।

মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

২য় পৃষ্ঠার পর

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৬৬ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং ১৯৭৭ সালে যুক্তরাজ্যের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরবান এ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং-এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাঁর সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা ও উদ্যোগ এবং এর সফল বাস্তবায়ন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়। এলজিইডির গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি এখন বিশ্বে অন্যতম মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর সভাপতি, ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড-এর নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৩-২০০৪ মেয়াদে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন জনাব সিদ্দিক। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এলজিইডি সদর দপ্তর, বিভাগ, অঞ্চল ও জেলা পর্যায়ে কোরানখানী ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

দেশবরেণ্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

সিটিসিআরপি-এর এডিবি মিশন সম্পন্ন

গত ২১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে উপকূলীয় শহর জলবায়ুসহিষ্ণু প্রকল্পের ওপর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর লোন অ্যান্ড গ্রান্ট রিভিউ মিশন পরিচালিত হয়। মিশনে

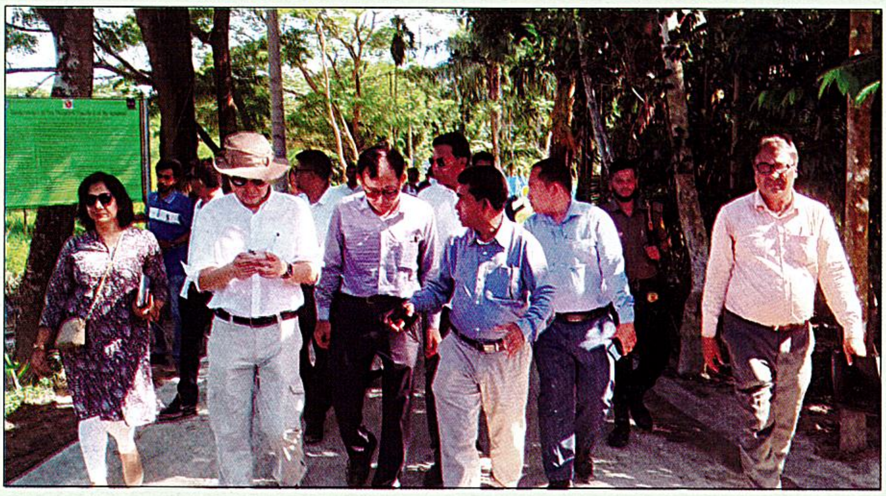

এডিবি মিশন সিটিসিআরপি প্রকল্পভুক্ত বরিশাল জেলার মুলাদী পৌরসভা ও বরগুনা জেলার বেতাগী পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন উপপ্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে

নেতৃত্ব দেন এডিবি সদর দপ্তরের সিনিয়র আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট কীয়া থু। মিশন প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি, প্রশাসনিক ও কারিগরি দিক, জেন্ডার, পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, অডিট ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করে। এসময় প্রকল্পভুক্ত বরিশাল জেলার মুলাদী পৌরসভা ও বরগুনা জেলার বেতাগী পৌরসভায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। মিশন প্রতিনিধি দল গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রি-র‍্যাপআপ সভায় যোগদান করে। এতে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশ নেন। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

পটিয়া পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মাণাধীন আবাসিক ভবন পরিদর্শন করলেন স্থানীয় সরকার সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মাণাধীন আবাসিক ভবনের কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কাজের গুণগত মান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে আরও উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মীর আবদুস সাহিদ, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী কাজী গোলাম মোস্তফা, চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনোয়ারা বেগম, এলজিইডি চট্টগ্রাম জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ হাসান আলী, পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারহানুর রহমান এবং পটিয়া উপজেলা প্রকৌশলী কমল কান্তি পাল।

পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (পিসিআরবিসিপি)-এর আওতায় ৩৬ ইউনিটের ৭ তলা এ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২১ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)'র সভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১,১৪১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত নির্ধারিত। প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬৬টি পৌরসভায় পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য ৭ তলা বিশিষ্ট ৭৯টি ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত এসব ভবনে ৩,০৪০টি পরিবারের আবাসনের ব্যবস্থা হবে। প্রতিটি ভবনের নিচতলায় কমিউনিটি হল, ওপেনস্পেস এবং লিফটের ব্যবস্থা থাকবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটের গড় আয়তন ৬৯.৬২ বর্গমিটার যেখানে একটি বেডরুম, একটি লিভিং রুম এবং একটি ডাইনিং রুম থাকবে। এসব আবাসিক ভবন পৌরসভার পরিচ্ছন্নকর্মীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

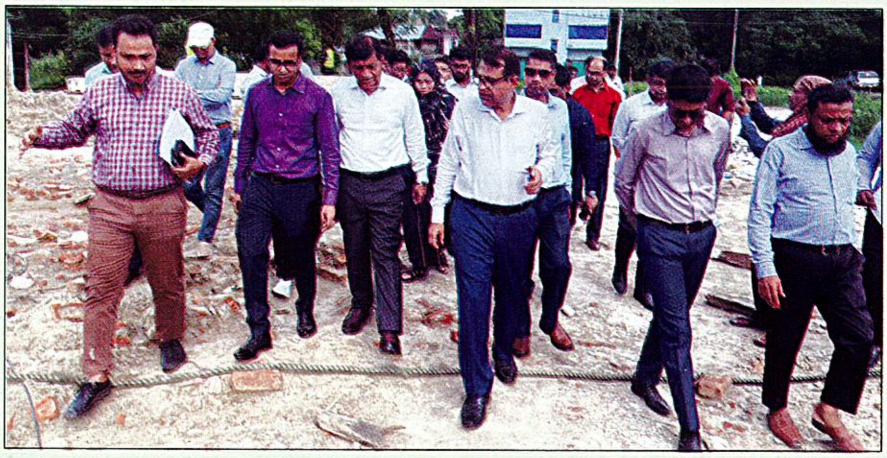

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া পৌরসভার পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মাণাধীন আবাসিক ভবন পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

পরিচ্ছন্নকর্মীদের জন্য নির্মাণাধীন আবাসিক ভবন পরিদর্শন শেষে স্থানীয় সরকার সচিব পটিয়া উপজেলায় চলমান পানি সরবরাহ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি পটিয়া উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নেন। এ সময় এলজিইডির কার্যক্রমও পর্যালোচনা করা হয়। মতবিনিময় সভা শেষে স্থানীয় সরকার সচিব উপজেলা কমপ্লেক্সে একটি গাছের চারা রোপণ করেন।

দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-২)-এর আওতায় আড়াইহাজারে প্রথমবারের মতো ইউনিব্লকে নির্মিত হচ্ছে সড়ক

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি-২০৩০ বাস্তবায়নে কার্বন নিঃসরণ কমাতে বাংলাদেশ সরকারের নতুন উদ্যোগ এখন গ্রামীণ সড়কে। পোড়ানো ইটের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ রক্ষা করতে ইউনিব্লক দিয়ে রাস্তা নির্মাণ শুরু হয়েছে আড়াইহাজার উপজেলায়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (সিআরডিপি-২)-এর আওতায় সাতটি গ্রামীণ সড়কে ইউব্লিক বসানোর কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে। আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে দৃষ্টিনন্দন ও পরিবেশবান্ধব এই সড়ক পুরোপুরি চালু হলে এলাকার যোগাযোগ, কৃষি ও বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলায় বড় বিনাইরচর-পাকুন্দিয়া ৬ কিলোমিটার ইউনিব্লক ব্রিজ সড়ক

সড়কগুলো হলো- ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের উপজেলার বড় বিনাইরচর-বালিয়াপাড়া জিসি রোড। ৩.৫ কিলোমিটার বালিয়াপাড়া জিসি-ঈদবারদী আরএইচডি রোড, ১ কিলোমিটার মনোহরদী-লস্করদী বাজার রোড, ১.৫ কিলোমিটার কালীবাড়ি বাজার-মনোহরদী রোড, ৩.৫ কিলোমিটার তিলচন্দী-ফাউসা বাজার রোড, ২ কিলোমিটার প্রভাকরদী আরএইচডি-ফরিদা বাজার রোড এবং ৪ কিলোমিটার নওদা-চারাগ্রাম রোড । এই সাত সড়কে ইউনিব্লকের ঝকঝকে সারি এখন দৃশ্যমান।

গ্রামীণ রাস্তা বিটুমিনাস কার্পেটিং ছাড়া উন্নয়ন করা হলে অতিবৃষ্টিতে সৃষ্ট জলাবদ্ধতায় তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এতে মেরামতের খরচ বাড়ে। ইউনিব্লক এসব সমস্যার সমাধান দেয়। প্রতিটি ব্লকের ডিজাইন স্ট্রেংথ ৪,০০০ পিএসআই। ট্রাক, লরি চললেও ভাঙবে না। মেরামত লাগবে না দীর্ঘদিন। ইটভাটায় কাঠ পোড়ানো বন্ধ হলে বায়ুদূষণ কমবে, মাটির স্তর রক্ষা পাবে। গ্রামের মানুষের জন্য টেকসই রাস্তা মানে সহজ যাতায়াত, কৃষিপণ্য দ্রুত বাজারে পৌছানো, ব্যবসায় গতি।

ইউনিব্লক দিয়ে কেবল রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে না, এটা আমাদের উন্নয়নের নতুন মডেল। এর প্রয়োজনীয়তা এখন অপরিহার্য। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে। ইউনিব্লক তৈরিতে বিদ্যুৎ ও বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করা হয়, কোনো জ্বালানি পোড়ানো লাগে না। এটা দীর্ঘমেয়াদি, খরচ সাশ্রয়ী এবং পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আড়াইহাজারের এই প্রকল্প সফল হলে দেশের অন্যান্য উপজেলায় ছড়িয়ে দেওয়া হবে।

প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, কাজ শেষ হলে এলাকার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী হবে। কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজার ছাড়িয়ে উপজেলা ও জেলায় পৌছাতে পারবেন। জমির মূল্য বাড়বে, শিল্পকারখানা গড়ে উঠবে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াত সহজ হবে। ইউনিব্লকের এই যাত্রা শুধু রাস্তা নয়, বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের নতুন অধ্যায়। পরিবেশ রক্ষা করে টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এখন আড়াইহাজারের মাটিতে ইউনিব্লকের সড়ক।

মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ পাবে

১ম পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া বলেন, ভিন্ন ভিন্ন ডিজাইনে ১৫৬টি বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হবে। বর্তমান সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বৈষম্য নিরসনে কাজ করছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী ও পূর্বাচলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও অবকাঠামো উন্নয়নসহ দৃষ্টিনন্দনকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ সাইফুর রহমান।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপপ্রকল্প পরিচালক এস, এম মোর্শেদ বিপুল, ঢাকা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ বাচ্চু মিয়া, এলজিইডির সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মোহাঃ কবির উদ্দীন শাহ্ এবং এলজিইডি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য, শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ, শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ ও শিশুর মানসিক বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ ১৫৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দৃষ্টিনন্দন ভবন নির্মাণ ও অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজধানীর যে আটটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন উদ্বোধন করা হলো সেগুলো হচ্ছে মোহাম্মদপুর তাজমহল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর বরাবো মোহনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মোহাম্মদপুর আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, তেজগাঁও বিজি প্রেস সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সেনানিবাস কুর্মিটোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ডেমরা নন্দীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ধানমন্ডি প্রগতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আটটি বিদ্যালয়ে নির্মিত মোট কক্ষ সংখ্যা ১৭৭টি এবং ভবনের সঙ্গে সংযুক্ত ওয়াসব্লক ৫৭টি ।

খুলনার পাইকগাছার কড়ুলিয়া নদীর ওপর নির্মাণাধীন সেতু বদলে দেবে মানুষের জীবনযাত্রার মান

এলজিইডির সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প-১-এর আওতায় খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার কড়ুলিয়া নদীর ওপর নির্মিত হচ্ছে ভায়াডাক্টসহ ৭৪৯ মিটার সেতু। সেতুটির নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে ১২০ কোটি টাকা। সেতুটির বিশেষত্ব হচ্ছে– সেতুর মাঝখানে নদীর পানির অংশে ৭৫ মিটার স্টিলের ট্রাস থাকবে। ইতোমধ্যে সেতুটির প্রায় ৬০ ভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। দৃষ্টিনন্দন এ সেতুটিতে ২৪০টি পাইলের মধ্যে ২৩২টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি স্প্যান থাকবে ২৫টি ও নদীর মাঝখানে থাকবে ৭৫ মিটারের স্টিলের ট্রাস। সেতুটি ব্যবহার করে এ অঞ্চলে উৎপাদিত মৎস্য ও তরমুজসহ অনন্য কৃষিপণ্য সহজে বাজারজাত করা যাবে। যাতায়াতে সময় ও ব্যয় কমে আসবে। পাইকগাছা ও কয়রা উপজেলার মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। ঘটবে জনগণের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন।

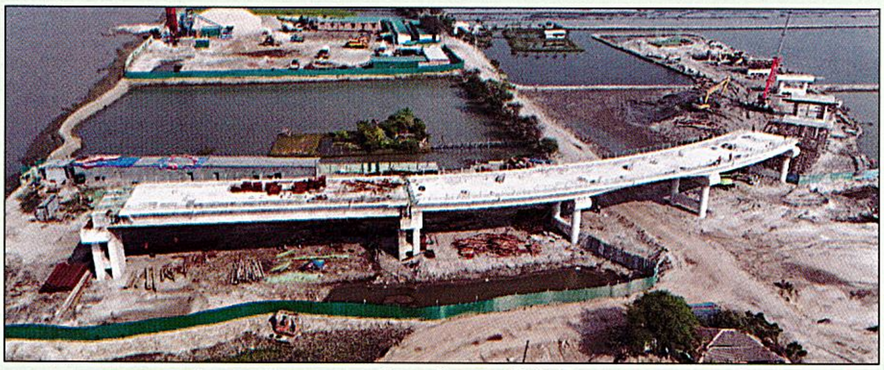

খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার কড়ুলিয়া নদীর ওপর নির্মাণাধীন ভায়াডাক্টসহ ৭৪৯ মিটার সেতু

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ডু উপজেলায় যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ড উপজেলার চরপাড়ায় এলজিইডির নির্মিত সড়ক মানুষের মনে আশার আলো জাগিয়েছে। সড়কে দুর্ঘটনার প্রবণতা অনেক কমে যাওয়াসহ এলাকার জনগণ উৎপাদিত কৃষিপণ্য, মাছ ও অন্যান্য পণ্য নিরাপদে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করতে পারছে। এলাকার জনগণ ও স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা নিরাপদে যাতায়াত করতে পারছে।

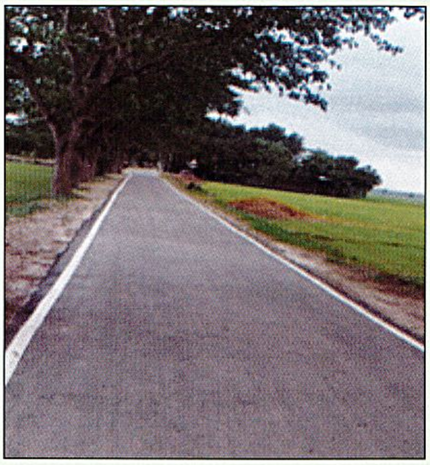

ঝিনাইদহ জেলার হরিণাকুন্ড উপজেলায় নির্মিত সড়ক

যশোর সদর উপজেলার শেখহাটি-তারাগঞ্জ বাজার সড়ক প্রশস্তকরণ ও মেরামত: উন্নত যোগাযোগে জনমনে স্বস্তি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যশোর জেলার সদর উপজেলায় জিওবি রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় শেখহাটি বাজার (নওয়াপাড়া ইউপি অফিস) হতে তারাগঞ্জ বাজার পর্যন্ত প্রায় ৪.৪৯৫ কিলোমিটার সড়ক মেরামত ও প্রশস্তকরণের কাজ সম্প্রতি শেষ করেছে। গুরুত্বপূর্ণ এই সড়কটির পাশে যশোর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যশোর শিক্ষাবোর্ড, নওয়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত হওয়ায় স্থানীয় জনগণের অন্যতম প্রধান যোগাযোগপথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আগে সড়কটি ৩ মিটার প্রশস্ত ছিল। ফলে যানবাহন চলাচলে ছিল নানান প্রতিবন্ধকতা। সম্প্রতি সড়কটির প্রশস্ততা বাড়িয়ে ৫.৫০ মিটার করা হয়েছে, যা দুই দিকের যান চলাচলকে নিরাপদ ও সহজ করেছে।

যশোর জেলার সদর উপজেলায় জিওবি রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় প্রশস্তকৃত ৪.৪৯৫ কিলোমিটার সড়ক

লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় ৯.৯৬ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ

লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় ৯.৯৬ কিলোমিটার হাতিবান্ধা-দইখাওয়া হাট সড়ক নির্মাণের ফলে অফিস, আদালত ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত সহজতর হয়েছে। কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত বাজারে পৌঁছে দিতে পারছে এবং রোগীদের জরুরি চিকিৎসাসেবা গ্রহণের পথ অনেক সহজ হয়েছে। জনসাধারণের আর্থসামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বেড়েছে, পরিবহন খরচ কমেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সড়কটি দারিদ্র্য বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

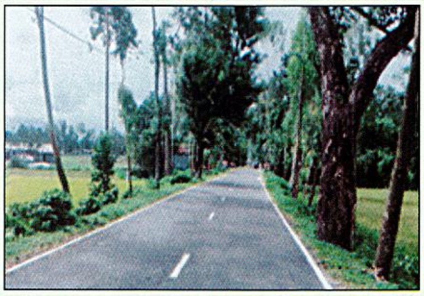

আরসিআইপি প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ৯.৯৬ কিলোমিটার হাতিবান্ধা-দইখাওয়া হাট সড়ক

খাল পুনর্খনন: এলাকায় জনজীবনের মান উন্নয়ন দৃশ্যমান

এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মসূচিতে দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় জনজীবনে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে। মজা ও ভরাট খাল পুনর্খনন করায় পর্যাপ্ত সেচ সুবিধার ফলে প্রান্তিক কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ বাড়ছে। দূর হচ্ছে বেকারত্ব এবং পরনির্ভরতা। একইসঙ্গে বাড়ছে আবাদি জমির পরিমাণ, ফসল উৎপাদন ও মাছ চাষ। দুস্থ নারীরা নানান প্রশিক্ষণ পেয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে।

ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা : এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা জেলার কোটচাঁদপুর ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় পদ্মাবিল ঘোড়ামারা চাতরবিল খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকা দোড়া ও গড়াইটুপি ইউনিয়নের ধোপাবিলা, লক্ষ্মীপুর, ভোমরাডাঙ্গা, তেঘরি, কলাগাছি ও গহেরপুর এই ছয় গ্রামের ৪৫০ হেক্টর কৃষি জমি সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার আওতায় এসেছে। প্রকল্প এলাকায় ১ কিলোমিটার খাল পুনর্খনন ও একটি রেগুলেটর নির্মাণের ফলে এখন খালে শুষ্ক মৌসুমেও পানি থাকে। এতে স্থানীয় জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবী পূরণসহ অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ তৈরি হয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক পরিবার স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ঘোড়ামারা চাতরবিল খাল

কালকিনি উপজেলার মাঝেরকান্দি খাল

রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী খাল

দোড়া ও গড়াইটুপি ইউনিয়নে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কাজে পানির সংকট প্রকট ছিলো। কৃষি জমিতে সেচ ব্যবস্থাপনার অভাবে চাষাবাদ ব্যাহত হতো। বৃষ্টিপাতে জমিতে পানি জমে ফসল নষ্ট হয়ে যেতো। বছরে মাত্র একটি ফসল হলেও অনেক জমি ছিলো অনাবাদী। এসব সমস্যার কারণে কৃষকরা সারাবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেও পারিবারে স্বচ্ছলতা আনতে পারছিলেন না। বর্তমানে বর্ষা মৌসুমে পানি নিষ্কাশন করা যাচ্ছে। ফলে এলাকায় বছর জুড়ে আমন ও বোরো ধান, রবি শস্য ও শাকসবজি উৎপাদিত হচ্ছে। উপ-প্রকল্পটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপকারভোগীদের নিয়ে ৪৮৮ সদস্যের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিমিটেড গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৩৪১ জন ও নারী ১৪৭ জন। পাবসসের জন্য একটি অফিস ঘরও নির্মাণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সহায়তায় শাকসবজি চাষ, গরু, ছাগল ও হাঁস মুরগি পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দুস্থ ও বেকার সদস্যরা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। এতে পারিবারিক অর্থনীতির পাশাপাশি এলাকারও উন্নয়ন ঘটেছে।

মাদারীপুর : এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় টুকরাকান্দি উপ-প্রকল্পের মাঝেরকান্দি থেকে ময়দান পর্যন্ত ৩ হাজার ৫০০ মিটার খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। এতে মাঝেরকান্দি, রামেরহাট, উত্তরকান্দি, কল্লাকাটা এলাকার জনগণ উপকৃত হচ্ছে। খালটি পুনর্খননের ফলে ২৪০ হেক্টর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে সেচ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় কৃষকেরা জানান, জলাবদ্ধতা দূর হওয়ায় এখন ফসল রক্ষা পাবে।

এদিকে মাদারীপুরের কদমবাড়ী বিল উপ-প্রকল্পের কদমবাড়ী এলাকা থেকে মহিষমাড়ি বিল পর্যন্ত ৩ হাজার মিটার খাল পুনর্খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে কদমবাড়ী, মহিষমাড়ি, আড়ুয়াকান্দি, লক্ষ্মীপুর এলাকার সেচ সংকট দূর হয়েছে। এই এলাকার প্রায় ২৩০ হেক্টর জমিতে এখন নানান ফসল হচ্ছে। একইসঙ্গে খালে বেড়েছে মাছ চাষ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড (পাবসস)-এর কার্যক্রমে রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ী ইউনিয়নে কৃষি ও মৎস্য খাতে উন্নয়ন হচ্ছে।

পুকুর খাল উন্নয়নে স্থানীয় জনগণ সুফল পাচ্ছেন

সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের যেসব স্থানে পুকুর ও খাল পুনর্খনন করা হয়েছে সেসব স্থানের জনসাধারণ এর সুফল পাচ্ছেন। খাল পাড়ের মানুষেরা ফসল উৎপাদন ও মাছ চাষ করে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। দৃষ্টিনন্দন পুকুর পাড় ও ঘাট স্থানীয় বাসিন্দারের বিশ্রাম নেবার স্থান হয়ে উঠেছে।

বরিশাল: এলজিইডির সারাদেশে পুকুর খাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলায় বড় রগুনাথপুর গ্রামের পাশখালী খালের ১ হাজার ৮০৭ মিটার দৈর্ঘ্যের খালটি পুনর্খনন করা হয়েছে। খালটি খননের ফলে প্রায় ৬৫০ হেক্টর এলাকায় সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিক বৃষ্টিপাত ও বন্যার হাত থেকে কৃষকের ফসল রক্ষা পাচ্ছে। জেলেরা খাল থেকে মাছ আহরণ করছে। খালের পাড়ের প্রান্তিক উপকারভোগীদের হাঁস পালন, মাছ ও শাকসবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এদিকে, বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার রসুলাবাদ জামে মসজিদের পুকুর খনন করা হয়েছে। পুকুরটি খননের ফলে স্থানীয় জনগণ নানান কাজে পুকুরের পানি ব্যবহার করতে পারছে। পুকুরে মাছ চাষসহ পুকুর পাড়ে শাকসবজি চাষ করা হচ্ছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা আর্থিকভাবে উপকৃত হচ্ছে।

মৌলভীবাজার: জেলার কোরবানপুর জোড়াপুল হতে ধলিয়া হাওড়মুখী ছড়ার খালটি খনন করা হয়েছে, যার দৈর্ঘ্য ২ হাজার ১৭৩ মিটার। খালটির বিভিন্ন জায়গা ভরাট হয়ে যাওয়ায় অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে লোকালয়ে পানি ঢুকে যাওয়ায় জনগণকে বিভিন্ন দুর্ভোগ পোহাতে হতো। তাছাড়া জল জমে নষ্ট হতো কোটি কোটি টাকার ফসল। স্থানীয়রা জানান, খালটি খনন করায় এখন প্রায় ৯৬৬ একর এলাকায় বিভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যাচ্ছে। বর্ষায় বন্যার হাত থেকে কোটি কোটি টাকার শাকসবজি ও বিভিন্ন ফসল রক্ষা পাচ্ছে।

রগুনাথপুর গ্রামের পাশখালী খাল পাড়ে লাউ চাষ

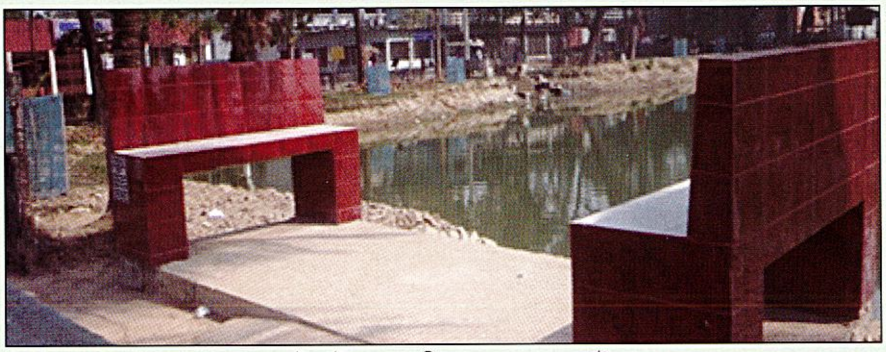

কুলাউড়া উপজেলা পরিষদ চত্বরে পুকুরের ঘাটলা

নেত্রকোণার গুঙ্গিয়াখালী খালে মাছ ধরছেন স্থানীয় বাসিন্দা

এদিকে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় উপজেলা পরিষদ পুকুর খননের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়েছে। এতে মসজিদে আগত মুসল্লীগণ ও স্থানীয় জনগণের উপকার হচ্ছে। ওজু, গোসল এবং দৈনন্দিন কাজে এই পুকুরের পানি ব্যবহার করা হচ্ছে। উপজেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ পুকুরে মাছ চাষ করছে। আগে এই পুকুরটি ময়লা আবর্জনা ও কচুরিপানায় ভরে থাকতো। খননের পর উপজেলা পরিষদ চত্বরের সৌন্দর্যও বেড়েছে।

মুন্সিগঞ্জ: মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার গজারিয়া ও হোসেন্দী ইউনিয়নের সোনালী মার্কেট থেকে পানসালের চর খাল পুনর্খনন করা হয়েছে। ৪ হাজার ২৮১ মিটার খাল পুনর্খনন করার ফলে খালের দুই পাড়ের মানুষ কৃষি ও মাছ চাষসহ নানান উপকার পাচ্ছে। সেচ সুবিধা বেড়ে যাওয়ায় শাকসবজিসহ ফসল উৎপাদন বেড়েছে। খাল পাড়েও সবজি চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি খালে দেশীয় জাতের মাছ আগের চেয়ে বেড়েছে। এলাকার চাষীদের আর্থসামাজিক উন্নতি হচ্ছে।

এদিকে কোলাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় পুকুর এবং গজারিয়া উপজেলা পরিষদ পুকুরটি খননের পর এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার বেশ কিছু পরিবর্তন হয়েছে, মানুষের জীবনে নানা ধরনের সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এখন শুষ্ক মৌসুমে খালে পর্যাপ্ত পানি থাকায় আলুসহ অন্যান্য ফসলের চাষ ও উৎপাদন বেড়েছে। পাশাপাশি পুকুরে মাছ চাষ আগের চেয়ে বেড়ে যাওয়ায় জেলেদের আয় বেড়েছে।

নেত্রকোণা: জেলার সদর উপজেলায় ৩ কিলোমিটার গুঙ্গিয়াখালী খাল খনন করা হয়েছে। খালটি খননের ফলে খালের দুই পাড়ে বসবাসরত মানুষের আয়বর্ধনমূলক কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পানি সেচের সুবিধা হওয়ায় ফসলি জমিতে চাষ ও উৎপাদন বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা খালের পাড়ে শাকসবজি ও খালে মাছ চাষ করতে পারছেন। মাছ চাষ, হাঁস পালন, শাকসবজি চাষ করে স্থানীয় বেকার যুবক, দুস্থ নারী, কর্মহীন প্রান্তিক মানুষের আয় বাড়ছে। পারিবারিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।

অবসরে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৮৯ সালের ৪ নভেম্বর সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে তৎকালীন এলজিইবিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সদর দপ্তর ও মাঠপর্যায়ে বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী থেকে পর্যায়ক্রমে সহকারী প্রকৌশলী, সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও সর্বশেষ প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনের মাধ্যমে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়া ১৯৬৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ছোহরাব আলী ৩ জুলাই ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। সর্বশেষ ১ ডিসেম্বর ২০২৪ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখেন। প্রকৌশলী মোঃ ছোহরাব আলী ১৯৬৬ সালের ৩ জুলাই টাঙ্গাইল জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ গোলাম মোস্তফা ১ আগস্ট ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠিতে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। সর্বশেষ ১ ডিসেম্বর ২০২৪ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পর ১ আগস্ট ২০২৫ সরকারি কর্মজীবন শেষ করেন। প্রকৌশলী মোঃ গোলাম মোস্তফা ১৯৬৬ সালের ১ আগস্ট ঢাকা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান ২ আগস্ট ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯১ সালের ২৩ এপ্রিল সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইবি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। সর্বশেষ ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি দীর্ঘ কর্মজীবনে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। প্রকৌশলী আবু জাফর মোঃ তৌফিক হাসান ১৯৬৬ সালের ২ আগস্ট পাবনা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

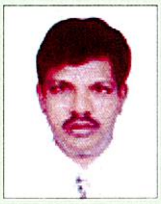

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ মাহবুব আলম ১২ জুলাই ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম উপজেলায় যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২২ জানুয়ারি ২০২৫ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি একজন দক্ষ, নিষ্ঠাবান প্রকৌশলী হিসেবে পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ মাহবুব আলম ১৯৬৬ সালের ১২ জুলাই কুড়িগ্রাম জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অবসরোত্তর ছুটিতে যান। তিনি ১৯৯৪ সালের ১৪ জুলাই সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডি সদর দপ্তরে যোগদানের মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি ২২ জানুয়ারি ২০২৫ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। তিনি একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান প্রকৌশলী ছিলেন। প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ১৯৬৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা জেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে এলজিইডির অডিট ইউনিটের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- এলজিইডির বিভিন্ন জেলা ও প্রকল্পের মধ্যে ৩টি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, ৩টি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দপ্তর, ৩টি জেলা, ৩টি উপজেলা, ২টি প্রকল্প এবং এলজিইডির ২টি ইউনিটে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে;
- বিভিন্ন জেলা, জিওবি প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মোট ৪৬৫টি অনুচ্ছেদের ব্রডশিট জবাব মন্ত্রণালয়/অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে;
- বিভিন্ন জেলা, জিওবি প্রকল্প ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের মোট ৮৩টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে;
- ১৬টি জেলার ত্রি-পক্ষীয় সভা এবং ১৪টি জেলার দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- জুলাই হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ১১ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এলজিইডিতে চাকরিকালীন কর্মস্থলসমূহের নিষ্পন্ন/অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির হালনাগাদ বিবরণী প্রদান করা হয়েছে।

প্রভাতী প্রকল্পের ইফাদ মিশন সম্পন্ন

অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)-এর সুপারভিশন মিশন গত ৩ থেকে ১৪ আগস্ট ২০২৫ মেয়াদে পরিচালিত হয়। নয় সদস্য বিশিষ্ট এ মিশনে নেতৃত্ব দেন কিস ব্লক। ইফাদ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেন্টাইন আচাঞ্চো মিশনে অংশ নেন। মিশন কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, নীলফামারী ও জামালপুর জেলায় দারিদ্র্য বিমোচন ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম সরেজমিন ঘুরে দেখে। এ সময় তাঁরা গ্রামীণ সংযোগ সড়ক, অর্থনৈতিক সুযোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি, সহনশীল বাজার ও সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রমও পরিদর্শন করে। প্রকল্পের আওতায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল (এলসিএস) এবং জেন্ডার অ্যাকশন লার্নিং সিস্টেম (গালস) ব্যবহারের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন কার্যক্রম পর্যালোচনা করে। প্রকৃতিনির্ভর বায়োইঞ্জিনিয়ারিং ট্রিটেড বাঁশের পাইলিং ও ভেটিভার ঘাস ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ কাজ দেখে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন যুবসমাজের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমও পর্যালোচনা করে। মিশন প্রকল্পের ফলাফল স্থায়ীকরণ এবং কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উদ্ভাবন জাতীয় পর্যায়ে কাজে লাগানোর জন্য সুপারিশ তুলে ধরে। প্রকল্প সমাপ্তির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৬-এর জন্য নির্ধারিত থাকলেও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং অর্জিত সাফল্য ধরে রাখতে মিশন প্রকল্প মেয়াদ একবছর বাড়ানোর সুপারিশ করে।

মিশন প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ প্রকৃতিনির্ভর বায়োইঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে ট্রিটেড বাঁশের সাহায্যে নির্মাণাধীন গ্রাম সুরক্ষা ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন

মিশন প্রতিনিধি দল স্থানীয় জনগণ, বাজার ও স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং যুব উপকারভোগী পরিবারের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। এ সময় এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোঃ আনিসুল ওয়াহাব খান এবং প্রকল্প পরিচালক মোঃ রায়হান সিদ্দিকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং পরামর্শকগণ মিশনের সঙ্গে ছিলেন।

মিশনের র‍্যাপ-আপ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোঃ রেজাউল মাকসুদ জাহেদী। সভায় মিশন প্রভাতী প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে এবং প্রকল্পের উদ্ভাবনী কার্যক্রমের প্রশংসা করে। মিশন ইফাদ ও এলজিইডির মধ্যে অংশীদারত্ব অব্যাহত রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

অর্থ বিভাগের সহায়তায় কক্সবাজারে অডিট বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ০৪-০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ কক্সবাজারে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত 'দ্য স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম টু এনাবলিং সার্ভিস ডেলিভারি' (এসপিএফএমএস) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় অভ্যন্তরীণ অডিট ও ফলোআপ সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন: পিয়ার রিভিউ অব রিস্কবেইজড ইন্টারনাল অডিট অ্যাক্টিভিটি বিষয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ইউনিটের কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা অনুবিভাগ ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের কর্মকর্তা, বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং স্কিম ও প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট অংশীজন অংশ নেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব বিলকিস জাহান রিমি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন। কর্মশালায় এলজিইডির অডিট সংক্রান্ত পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অডিট ও প্রশাসন) কাজী সাইফুল কবীর।

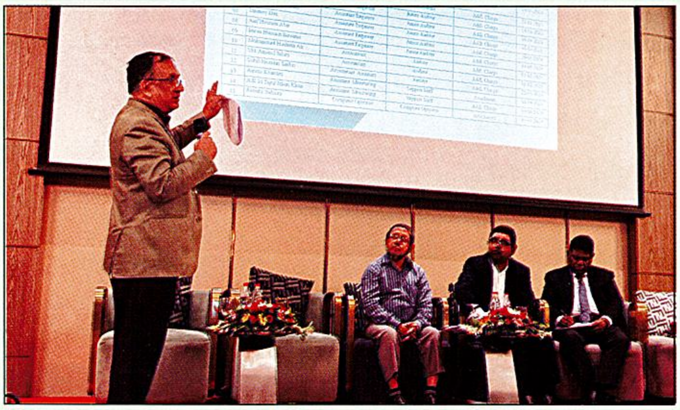

ওয়ার্কশপে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করছেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (অডিট ও প্রশাসন) কাজী সাইফুল কবীর

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ

এলজিইডি'র ক্রিম প্রকল্প ও ক্রিলিক এর জিসিএফ মূল্যায়ন মিশন সম্পন্ন

গত ৭-১০ জুলাই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার মেইনস্ট্রিমিং (ক্রিম) প্রকল্প এবং এর আওতাধীন ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট লোকাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার (ক্রিলিক)-এর কার্যক্রম মূল্যায়নে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর ক্লাইমেট ইনফরমেশন অ্যান্ড আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম (সিআইইডব্লিউএস) বিষয়ক মূল্যায়ন মিশন সম্পন্ন হয়েছে। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর প্রিন্সিপাল ইভ্যালুয়েশন অফিসার আইকো ওয়াড-এর নেতৃত্বে মিশন প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্য হলেন সিনিয়র ইভ্যালুয়েটর অ্যান্ড কনসালটেন্ট ড. ভিসিন্টা সায়েল কোর্টেস বারেউটা।

৭ জুলাই ক্রিলিকের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে মিশনকে অবহিত করেন প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক। এসময় এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও ক্রিলিকের পরিচালক মোঃ আনোয়ার হোসেন, জিসিএফ মূল্যায়ন দলের সদস্য হাফিজুর রহমান, প্রকল্পের সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী এবং পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ কবীর হোসেন উপস্থিত ছিলেন। ক্রিলিক-এর সম্পাদিত কর্মকাণ্ড ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় মূল্যায়ন টিম সন্তোষ প্রকাশ করে।

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর প্রিন্সিপাল ইভ্যালুয়েশন অফিসার আইকো ওয়াড ক্রিলিকের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ক সভায় বক্তব্য রাখছেন

জিসিএফ-এর মূল্যায়ন মিশন ৯ জুলাই প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে সাতক্ষীরা পৌরসভার কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন এবং পৌরসভায় চলমান উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করেন। এরপর মিশন টিম জিসিএফ-এর অর্থায়নে নির্মিতব্য আশাশুনি উপজেলার বাকরা সাইক্লোন সেল্টার সাইট পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় জনসাধারণ ও সুবিধাভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। সাইট নির্বাচনের যথোপযুক্ততায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিদর্শনকালে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এর সিনিয়র সহকারী সচিব মোঃ কবীর হোসেন, ক্রিম প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুল খালেক, সহকারী প্রকৌশলী তন্ময় চক্রবর্তী, পৌরসভা ও এলজিইডির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে এলজিইডির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৫ মেয়াদে এলজিইডির কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিটে রাজস্ব বাজেটের আওতায় লিডারশিপ ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, রোড ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড, টোটাল স্টেশনের ওপর প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়েছে। একই সঙ্গে, আইবাস, আরএসইপিএস এবং ইভিসিএস প্রশিক্ষণ কোর্সও পরিচালিত হয়।

এসব প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪০ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ৪৩ জন উপজেলা প্রকৌশলী, ২৪ জন সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, ৩৯ জন সহকারী প্রকৌশলী এবং ৬৭ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও ৯৯ জন হিসাব রক্ষক/হিসাব সহকারীসহ মোট ৩১২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশ নেন।

উল্লেখ্য, টোটাল স্টেশন প্রশিক্ষণ ২০২৪-২৫ অর্থবছর থেকে শুরু হয়েছে। এ কোর্সে আঞ্চলিক অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার/উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের দুইধাপে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রথম ধাপে মাঠপর্যায় হতে ডাটা সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে কম্পিউটারে ডাটা ট্রান্সফার করে বিশ্লেষণপূর্বক ড্রইং বা ম্যাপ তৈরি করা হয়, যা অবকাঠামো নির্মাণে ইতিবাচক ফল দিচ্ছে।

সড়ক নির্মাণ প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন জলবায়ু ও দুর্যোগ সহনশীল ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এনামুল হক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী মৌসুমী সালমিন

একই সময়ে, গাজীপুরস্থ নির্মাণ দক্ষতা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ ইউনিটের তত্ত্বাবধানে এবং 'অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী)' প্রকল্পের অর্থায়নে ২১ দিনব্যাপী ৬টি রোড কনস্ট্রাকশন ট্রেডে প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। রোড কনস্ট্রাকশন কোর্সে মোট ১২৬ জন অদক্ষ শ্রমিককে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময় অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস ছিল ২,৬৪৬। এসব দক্ষ শ্রমিকেরা কাজের সুযোগ পেলে কাজের গুণগতমান এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এলজিইডির কেন্দ্রিয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি তৈরি ও প্রকাশ করেছে।

এলজিইডির নতুন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ার হোসেন ৩১ আগস্ট ২০২৫ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের এক অফিস আদেশে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব) হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আব্দুর রশীদ মিয়ার স্থলাভিষিক্ত হন। মোঃ আনোয়ার হোসেন ১৮ জুলাই ১৯৯০ তারিখে পিএসসির মাধ্যমে এলজিইবিতে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। মাঠপর্যায়ে উপজেলা প্রকৌশলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে নিয়োগ পান এবং মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সদর দপ্তরে দীর্ঘদিন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীদের মধ্যে জেষ্ঠ্যতম। তিনি খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (কুয়েট) থেকে ১৯৮৮ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি এবং ২০১১ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে মাস্টার্স অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন ওয়াটার রিসোর্স বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি দেশ-বিদেশে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, গর্ভন্যান্স, জলবায়ু অভিযোজনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তিনি ১৯৬৬ সালের ২৬ অক্টোবর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মোঃ আনোয়ার হোসেনের পিতা মোঃ আবুল কাসেম, মাতা সুরাইয়া বেগম। তিনি ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার কলাতিয়া বাজার সংলগ্ন সোনারটেক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট হেলপ প্রকল্পের উদ্বোধন

গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ রাজধানীর একটি হোটেলে বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট হোস্ট অ্যান্ড রোহিঙ্গা এনহেন্সমেন্ট অব লাইভস (হেলপ) প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্বব্যাংকের ডিভিশন ডাইরেক্টর জঁ পেম। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যার বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জাবেদ করিম ও বিশ্বব্যাংকের অপারেশন ম্যানেজার গেইল মার্টিনও বক্তব্য রাখেন। উদ্বোধন পর্বে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ থেকে একাধিক উপস্থাপনা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা, প্রকল্প পরিচালক ও পরামর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

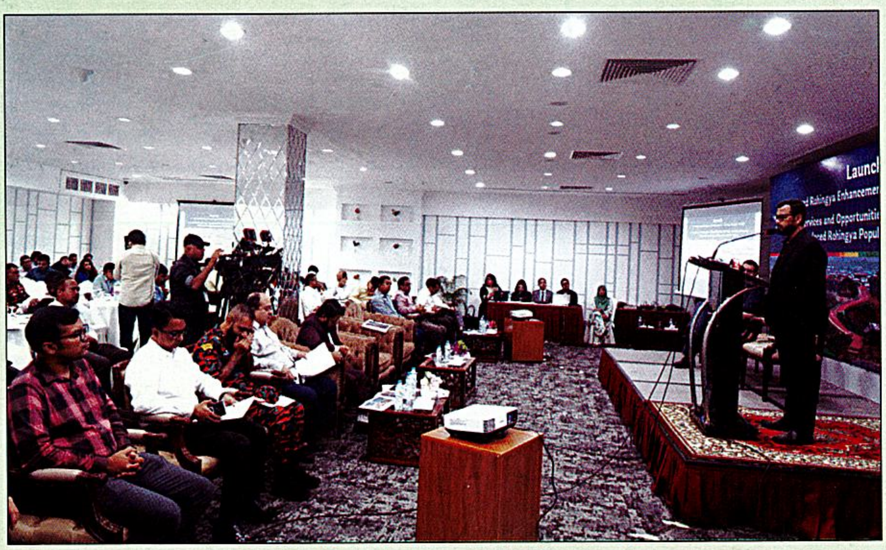

হেলপ প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

হেলপ প্রকল্পের লক্ষ্য হলো হোস্ট ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য মৌলিক পরিষেবা পাওয়া সহজতর করতে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা প্রদান এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়ন।

প্রকল্পের কর্ম এলাকা হলো কক্সবাজার ও নোয়াখালী জেলার ১৮টি উপজেলা। প্রকল্পটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জুলাই ২০২৪ এ প্রকল্প কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যা জুন ২০২৮-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে।

উল্লেখ্য, একই অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের সহায়তাপুষ্ট ইনক্লুসিভ সার্ভিস অ্যান্ড অপরচুনিটিজ ফর হোস্ট কমিউনিটি অ্যান্ড ডিসপ্লেস রোহিঙ্গা পপুলেশন (আইএসও) প্রকল্পও উদ্বোধন করা হয়। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ একাধিক সরকারি সংস্থার সমন্বয়ে হোস্ট কমিউনিটি ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য টেকসই পরিষেবা নিশ্চিত করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

উপদেষ্টা ও সম্পাদক : কাজী গোলাম মোস্তফা, প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), এলজিইডি।
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়: আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। ওয়েবসাইট : www.lged.gov.bd